প্রথম আলো | 03 SEP 2008

বন্যাকবলিত ৮ জেলায় ১২৪ স্কুল বন্ধ ঘোষণা

৫০ হাজার হেক্টর জমির ফসলডুবি, ফরিদপুর শহর রক্ষা বাঁধে পানি

প্রথম আলো ডেস্ক

ফরিদপুর, শরীয়তপুর, চাঁদপুর, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও মানিকগঞ্জে বন্যার পানিতে গতকাল মঙ্গলবার আরও নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এসব জেলায় কয়েক লাখ মানুষ পানিবন্দী রয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় খাবারের সঙ্গে বিশুদ্ধ পানির সংকটও দেখা দিয়েছে। ডুবে গেছে প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমির ফসল। ১২৪টি বিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফরিদপুর শহর রক্ষা বাঁধে পানি উঠে পড়েছে। ভাঙন ঠেকাতে সেখানে বালুর বস্তা ফেলা হয়েছে। পাবনার বেড়া উপজেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ভাঙন ধরেছে। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় পানি ঢুকে বন্ধ হয়ে গেছে ৫০টিরও বেশি তাঁতঘর।

আমাদের আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

ফরিদপুর: পদ্মা নদীতে পানি বাড়ায় ফরিদপুরে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। শহর রক্ষা বাঁধের কালীবাড়ির মোড় থেকে গদাধরডাঙ্গী পর্যন্ত এলাকার বিলগজারিয়া অংশে পানি বাঁধের সমান উচ্চতায় পৌঁছেছে। জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) তিন স্তরে বালুর বস্তা এবং বাঁশ দিয়ে পানি ঠেকানোর চেষ্টা করছে। বাঁধের ২০০ মিটার অংশ এক থেকে দেড় ফুট দেবে গেছে এবং ১০ জায়গায় ফাটল ধরেছে।

ফরিদপুর সদর উপজেলার আলীয়াবাদ ইউনিয়নের সাদীপুরে শহর রক্ষা বাঁধে প্রায় উপচে পড়া বন্যার পানি। বালুর বস্তা ফেলে বাঁধ উঁচু করার কাজ চলছে —প্রথম আলো

ফরিদপুর পাউবোর বিভাগীয় প্রকৌশলী এনায়েত উল্লাহ জানান, বালুর বস্তা ও বাঁশ দিয়ে শহর রক্ষা বাঁধে পানি আটকানোর চেষ্টা চলছে। লোকজন যাতে বাঁধ কেটে না দেয়, সে জন্য সেনাবাহিনী ও পুলিশ ওই এলাকায় টহল দিচ্ছে। পানি ওঠায় সদর উপজেলার ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে।

পাউবোর সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় গোয়ালন্দ পয়েন্টে পদ্মার পানি নয় সেন্টিমিটার বেড়ে বিপৎসীমার ৮৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বন্যাকবলিত ৮ জেলায় ১২৪ স্কুল বন্ধ ঘোষণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

...ছে। ফরিদপুরের টেপাখোলা-গোয়ালন্দ সড়ক ডুবে যাওয়ায় গত সোমবার রাত থেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মো. ...তিয়ার রহমান জানান, দুর্গত মানুষের জন্য এ ...ন্ত ১০৫ টন চাল ও এক লাখ ৫৮ হাজার টাকা ...দ্দ দেওয়া হয়েছে।

শরীয়তপুর: পদ্মার পানি গত ২৪ ঘণ্টায় ...রেশ্বর পয়েন্টে বিপৎসীমার ৭৫ সেন্টিমিটার ...পর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পানিতে জেলার সদর, ...ড়িয়া, জাজিরা ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার ৩০টি ...ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে।

নড়িয়া উপজেলার কালারগাঁও গ্রামের নূর ...হাম্মদ (৫০) ও মজিবর মৃধা (৪০) বলেন, এক ...তের মধ্যে পানি ঘরে উঠে পড়েছে। গরু-ছাগল ...জিনিসপত্র নিয়ে বিপদে পড়েছি।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা নিত্যানন্দ ...দার জানান, এখন পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্র খোলা ...নি। ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া ও গোসাইরহাট ...জেলায় দুর্গত মানুষের মধ্যে ছয় টন ২০০ ...জি চাল বিতরণ করা হয়েছে।

চাঁদপুর: মেঘনা নদীতে পানি বাড়ায় ...কাল সকালে সদর উপজেলার অধিকাংশ নিচু ...এলাকা ডুবে গেছে। ফলে কয়েক হাজার মানুষ ...পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। রাস্তাঘাটও ডুবে গেছে। ...কজন নৌকায় চলাচল করছে।

সদরের ইব্রাহিমপুর ইউনিয়নের পশ্চিম ...করাবাদ ও সাখুয়া গ্রামে ব্যাপক নদীভাঙন ...দেখা দিয়েছে। গত তিন দিনে রাজাবাড়ি ও আবু...র বাড়ির প্রায় ১৫০ পরিবার ভিটেহারা ...য়েছে। ভাঙন-আতঙ্কে লোকজন শেষ সম্বল ...য় এদিক-ওদিক ছুটছে। রাজাবাড়ির গৃহবধূ ...ভিন জানান, তাঁর স্বামী মিজান রাজা পেশায় ...মজুর। এ বাড়িটিই ছিল তাঁদের শেষ সম্বল। ...চলে যাওয়ায় তিনি এখন চন্দ্রায় বাপের বাড়ি ...যাবেন। ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের ...চেয়ারম্যান দুলাল মিজিও মেঘনার ভাঙনের...

কুষ্টিয়া: দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ও চিলমারী ইউনিয়নের ২৫টি গ্রামের ২৫ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়েছে। নলকূপ ডুবে যাওয়ায় বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে। জ্বালানির অভাবে পানিবন্দী মানুষ শুকনো খাবার খেয়ে দিন পার করছে। এ দুই ইউনিয়নের ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। রামকৃষ্ণপুর ইউপির চেয়ারম্যান কুদরত-ই খুদা জানান, পানিবন্দীদের এখন পর্যন্ত কোনো সহায়তা দেওয়া হয়নি।

জেলা প্রশাসক সরকার আবুল কালাম আজাদ জানান, পদ্মায় পানি বাড়ছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বেড়া (পাবনা): বেড়া উপজেলায় পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অধীননগর এলাকার ৯০ মিটার অংশজুড়ে ভাঙন দেখা দিয়েছে। বাঁধের চার স্থানে ধস দেখা দিয়েছে। পাউবোর বেড়া শাখার নির্বাহী প্রকৌশলী নাজির আহমদ বলেন, ভাঙন রোধে আজকালের মধ্যেই কাজ শুরু হতে পারে।

সিরাজগঞ্জ: সিরাজগঞ্জ পাউবো সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় যমুনার পানি বিপৎসীমার ৪৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জেলার এক হাজার ৩০০ হেক্টর ফসলি জমি তলিয়ে গেছে। জেলার শাহজাদপুর, চৌহালী, এনায়েতপুর এলাকার কয়েক লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এখন পর্যন্ত ১১টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বন্যার্ত মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছে। গতকাল খোকসাবাড়ী ও রানীগ্রামে বন্যার্ত মানুষের মধ্যে পাঁচ টন চাল বিতরণ করা হয়।

তাড়াশ উপজেলার কুটিগাছা গ্রামে গতকাল বন্যার পানিতে ডুবে কাকলী (৪) ও সানজিদা (৫) নামের দুই শিশু মারা গেছে।

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ): পৌরসভা ছাড়াও উপজেলার বাবলাপাড়া, বালসাবাড়ী, মধুপুর ও ইসলামপুরের ৫০টি তাঁতঘরে পানি ওঠায় তাঁত বেকার হয়ে পড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সাটিনা রেলসেতু পয়েন্টে করতোয়ার পানি বিপৎসীমার ১৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

শেরপুর: সদর উপজেলার চার ইউনিয়নের ৩০ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। শেরপুর-জামালপুর সড়কের পোড়া দোকান ও শিমুলতলী এলাকায় সড়কের ওপর পানি উঠে গেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করছে।

জামালপুর: সদর উপজেলার পৌর এলাকার নাওভাঙ্গাচর, লক্ষ্মীরচর ও তুলসীরচরের নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। জেলার ইসলামপুর উপজেলার কুলকান্দি ও পাথর্শী ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যার পানি ঢুকেছে। বন্যাকবলিত ৪৫০টি পরিবার দেওয়ানগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ ঘাট রেললাইনে আশ্রয় নিয়েছে। আজ বুধবার দুর্গত মানুষের মধ্যে চাল বিতরণের কথা। বকশীগঞ্জ উপজেলার ২৯ হাজার ৬৬৫ হেক্টর ফসলি জমি পানিতে ডুবে গেছে।

সরিষাবাড়ী (জামালপুর): জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার পিংনা, আওনা, পোগলদীঘা, সাতপোয়া, কামরাবাদ ও ভাটারা ইউনিয়নের ১৫টি গ্রামের প্রায় ৫০ হাজার মানুষ পানিবন্দী রয়েছে। দুর্গত মানুষ উঁচু সড়ক, বাঁধ ও কলার ভেলায় আশ্রয় নিয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেন জানান, বন্যায় দুই হাজার ১০০ হেক্টর ফসলি জমি তলিয়ে গেছে। ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মানিকগঞ্জ: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় সূত্র জানায়, জেলার চার উপজেলার ৩০টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পানি ওঠায় মানিকগঞ্জ-হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ-দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ-ঘিওর ও মানিকগঞ্জ-সাটুরিয়া সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘিওরে ৫৫